উসূলুস সুন্নাহ

আক্বীদার মূলনীতি

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ

أصول السنة

উসূলুস সুন্নাহ (আক্বীদার মূলনীতি)

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل

আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদক: আব্দুল্লাহ আল মামুন

অনার্স, মাস্টার্স, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (১৬৪-২৪১ হি.)

নাম ও বংশ পরিচয়:

তার নাম আহমাদ, কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ, নিসবতী নাম শায়বানী, উপাধী ইমামু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। পিতার নাম মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল। তাকে তার দাদার দিকে নিসবত করা হয়। আব্বাসীয় শাসনামলে তার দাদা সারাখ্‌স নামক এলাকার গভর্ণর ছিলেন। তার পিতা মার্ভের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তার মাতার নাম ছ্বফিয়্যাহ বিনতে মায়মূনাহ বিনতে আব্দুল মালেক।

জন্ম ও শৈশব:

তিনি গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন তার মাতা ছ্বফিয়্যাহ বাগদাদ গমন করেন এবং সেখানে ১৬৪ হিজরীতে ইমামুল ফুকাহা ওয়াল হাদীছ আহমাদ ইবনে হাম্বলের জন্ম হয়। তিনি জন্ম গ্রহণের কিছুদিন পরেই তার পিতা মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। একারণে তিনি মায়ের আদর ভালোবাসায় সিক্ত হলেও এতিম অবস্থায় শৈশবকাল পাড়ি দেন।

শিক্ষাজীবন:

বাল্যকাল থেকেই ইমাম আহমাদ অত্যন্ত মেধাবী ও আল্লাহভীরু ছিলেন। তৎকালীন যুগে বাগদাদ ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের অনুপম এক কেন্দ্রবিন্দু এবং তার পারিবারিক অভিপ্রায়ও ছিল তিনি কুরআন, হাদীছ, ভাষাতত্ত্ব ও ফিকহের একজন বড় আলেমে দীন হবেন। সেই জের ধরে তিনি প্রথমেই কুরআন হিফয করেন। এরপর তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে মনোনিবেশ করেন এবং চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বিভিন্ন ধরণের ইলমে পারদর্শীতা অর্জন করেন। এরপর ১৭৯ হিজরীতে পনের বছর বয়সে তিনি হাদীছ শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন। বাগদাদে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছদের নিকট হতে হাদীছ

শ্রবণ করেন এবং ‘ইলাল, রিজাল, নাকদ ইত্যাদি বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করেন। বাগাদাদে তিনি কাযী আবূ ইউসুফের কাছে হাদীছ শিক্ষা করেন। এছাড়াও বিখ্যাত মুহাদ্দিছ হুশাইম ইবনে বাশীরের নিকট দীর্ঘ চার বছর পর্যন্ত হাদীছ চর্চা করেন এবং প্রায় তিন হাজার হাদীছ তার কাছ থেকে লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৬ হিজরী সনে তিনি হাদীছের সন্ধানে ইলমী সফরের সূচনা করেন। বসরা, হিজায এভাবে ইয়েমেন, কুফা ইত্যাদি হাদীছ চর্চা কেন্দ্রে সফর করতে থাকেন। তিনি অনেক শহরে একাধিক বার সফর করেছেন যেমন: বসরাতে পাঁচবার, হিজাযে পাঁচবার ভ্রমণ করেন।

শিক্ষকবৃন্দ:

ইমাম আহমাদ অসংখ্য মুহাদ্দিছদের কাছে হাদীছ ও অন্যান্য ইলম অধ্যয়ন করেছেন। নিচে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল:

১. হুশাইম ইবনে বাশীর (বাগদাদ)

২. আবূ মু‘আবিয়াহ দ্বরীর (কুফা)

৩. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (কূফা)

৪. মু‘তামার ইবনে সুলায়মান (বসরা)

৫. বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল (বসরা)

৬. মারহুম ইবনে আব্দুল আযীয (বসরা)

৭. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনে আবী ‘আদী (বসরা)

৮. ইয়হইয়া ইবনে সাঈদ আল-ক্বত্তান (বসরা)

৯. সুলায়মান ইবনে হারব (বসরা)

১০. আবূ ‘উমার হাফস আল-হাওদ্বী (বসরা)

১১. আব্দুস ছ্বমাদ ইবনে আব্দুল ওয়ারেছ (বসরা)

১২. সুলায়মান ইবনে দাঊদ (বসরা)

১৩. মুহাম্মাদ বিন বকর বুরসানী (বসরা)

১৪. সুফইয়ান ইবনে ‘উয়ায়নাহ (হিজায)

১৫. মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (মক্কা ও বাগদাদ)

১৬. ইয়াযিদ ইবনে হারুন (ওয়াসেত)

১৭. আব্দুর রাজ্জাক আস-সন‘আনী (ইয়েমেন)

এছাড়াও তিনি হাজ্জাজ আল-আ‘ওয়ার, ফায়াদ ইবনে মুহাম্মাদ আর-রক্বী প্রমুখের কাছ থেকে তিনি হাদীছ গ্রহণ করেন।

ছাত্র ও শাগরেদঃ

ইমাম আহমাদ (রহি.) এ কতিপয় ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলঃ

১. মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী

২. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ

৩. আবূ দাউদ সাজিস্তানী

৪. আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ

৫. ছ্বলেহ ইবনে আহমাদ

৬. বাকী ইবনে মাখলাদ

৭. আবুল কাসেম আল-বাগাভী আরো অনেকে।

তার সমকালীন আলেমদের মধ্যে যারা তার কাছ থেকে ইলম নিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেনঃ ‘আলী ইবনে মাদীনী, ইয়হইয়া ইবনে মা‘য়ীন, কুতায়বা ইবনে সাঈদ, খলফ ইবনে হিশাম, যিয়াদ ইবনে আইয়ূব, দুহাইম প্রমুখ।

তার উস্তাদদের মধ্য হতে যারা তার কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম শাফেয়ী, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, আব্দুর রাজ্জাক আস-সন‘আনী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, ইয়াযিদ ইবনে হারুন প্রমুখ।

রচনাবলী:

ইমাম আহমাদ (রহি.) যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিচে উল্লেখ করা হল:

১. আল-মুসনাদ

২. আল-‘ইলাল ওয়া মা‘রিফাতুর রিজাল

৩. কিতাবুত তাফসীর

৪. নাসিখ ওয়াল মানসূখ

৫. কিতাবুল ঈমান

৬. কিতাবুল ফারায়েদ

৭. কিতাবুল ঈমান

৮. মানাসিক (হজ্জ)

৯. উসূলুস সুন্নাহ

১০. কিতাবুল ফাদায়েল

১১. আছামী ওয়াল কুনা

১২. কিতাবুজ যুহদ ইত্যাদি।

আলেমদের প্রশংসা:

তার ব্যাপারে মুসলিম মণীষীদের কিছু মন্তব্য নিম্নরূপ: আলী ইবনুল মাদীনী বলেন: আমাদের সহচরদের মধ্যে আহমাদ ইবনে হাম্বল সবচেয়ে বড় হাফেয ছিলেন। কুতায়বাহ বলেন: তিনি পুরো দুনিয়ার ইমাম। তিনি আরো বলেন: যদি কাউকে দেখ যে সে ইমাম আহমাদকে ভালোবাসে, তবে সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম‘আতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বলেন: আমি তার থেকে অধিক আল্লাহভীরু ও ফিকহের অধিকারী আর কাউকেই পাইনি। ইমাম শাফেয়ী তার ব্যাপারে বলেছেন: আমি যখন বাগদাদ ত্যাগ করেছি তখন আহমাদ থেকে জ্ঞানী, মুত্তাকী, ফক্বীহ ও দুনিয়াবিমুখ আর কাউকেই রেখে যাইনি।

নির্যাতন ভোগ:

ছ্বহীহ আকীদা ও দীন প্রচারে-প্রসারে ইমাম আহমাদ (রহি.) অমানবিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছিলেন। আব্বাসীয় খলীফা আল-মামুনের সময়ে মুতাযিলী ফিতনার অংশ হিসেবে 'খলক্বে কুরআন' নামক (তথা কুরআন আল্লাহর বাণী নয়, বরং তা মাখলূক) বিদ'আত ছড়িয়ে পড়ে এবং খলীফা নিজেও এই মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন। ইমাম আহমাদ (রহি.) তার তাবলীগ-তাদরীসের মাধ্যমে এর বিরোধিতা করতেন। কিন্তু একসময় খলীফা সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিছদের ডেকে এই মতের পক্ষে মতামত দিতে বললে ইমাম আহমাদ এর চরম বিরোধিতা করেন এবং হকের উপরে অটল থাকেন। একারণে তার উপরে নির্যাতন নেমে আসে, এমনকি মামুনের পরে খলীফা মু'তাসিম ও ওয়াছিক বিল্লাহের সময়েও তিনি নির্যাতন ভোগ করেন। তিনি দীর্ঘ দুই বছর চার মাস পর্যন্ত কারাভোগ করেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের জ্ঞানের প্রসারতা:

قال الشافعى: أحمد إمام فى ثمان خصال: إمام فى الحديث، إمام فى الفقه، إمام فى اللغة، إمام فى القرآن، إمام فى الفقر، إمام فى الزهد، إمام فى الورع، إمام فى السنة. طبقات الحنابلة: ٥/١.

ইমাম শাফেঈ বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ৮টি গুনের অধিকারী।

১। হাদীছের ইমাম

২। ফিক্বহের ইমাম

৩। ভাষার ইমাম

৪। কুরআনের ইমাম

৫। দারিদ্রতার ইমাম

৬। দুনিয়া বিমুখতার ইমাম

৭। পরহেজগারিতার ইমাম

৮। সুন্নাতের ইমাম (ত্ববাকাত হানাবিলাহ ১/৫)।

ওফাত:

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ২৪১ হিজরীর ১২ই রবীউল আওয়াল জুম‘আর দিন সকালে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর দুইদিন আগে তিনি প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। ইন্তেকালের সময় তার বয়স ৭৭ বছর হয়েছিল। তাকে বাগদাদেই দাফন করা হয়।

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَالِدِي أَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ عمر [وفي نسخة: أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] بْنِ الْبَنَّا، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْمُعَدَّلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اَلسَّمَّاكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ أَبُو العَنْبَرِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِهِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ (٢٩٣ هـ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَلْمِنقَرِيُّ اَلْبَصْرِيُّ بِتِنِّيس قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ اَلْعَطَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ:

ইমাম আবুল মুযাফফর আব্দুল মালিক ইবনু ‘আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-হামদানী বলেন, আমাদেরকে আবূ আব্দিল্লাহ ইয়াহইয়া ইবনু আবিল হাসান ইবনুল বান্না বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার পিতা আবূ ‘আলী হাসান ইবনু উমার ইবনুল বান্না[1] আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবুল হুসাইন ‘আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু বিশরান আল-মু‘আদ্দাল খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে ‘উছমান ইবনু আহমাদ ইবনুস সাম্মাক খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন: আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনু ‘আব্দিল ওয়াহহাব আবুল-‘আনবার আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন এভাবে যে তার কিতাব থেকে তার কাছে পড়া হয়েছে, ২৯৩ হিজরীর রবী‘উল আউয়াল মাসে, তিনি বলেন: আবূ জা’ফর মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-মিনক্বারী আল-বাসরী তিন্নীসে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, ‘আবদূস ইবনু মালিক আল-‘আত্ত্বার আমাকে বর্ণনা করে বলেন যে, আমি আবূ ‘আব্দিল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বাল রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলতে শুনেছি:

[১] কোন কোন বর্ণনায় তার নাম এভাবে রয়েছে: আবূ ‘আলী হাসান ইবনু আহমাদ ইবনু ‘আব্দিল্লাহ ইবনুল বান্না।

ছাহাবীরা যে মূলনীতির উপর ছিলেন তা আঁকড়ে ধরা

أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا: اَلتَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْاِقْتِدَاءُ بِهِمْ.

১। আমাদের নিকট[২] সুন্নাহর (আক্বীদার) মূলনীতি হচ্ছে: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীরা যে মূলনীতির উপর ছিলেন তা আঁকড়ে ধরা[৩] ও তাদের অনুসরণ করা[৪]।

وَتَرْكُ الْبِدَعِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ.

২। বিদ'আত[৫] বর্জন করা, কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।

---

[২] আমাদের নিকট উদ্দেশ্য: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।

[৩] আল্লাহর কিতাব-কুরআন ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ-হাদীছকে আঁকড়ে ধরা, আর ছাহাবীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত আছারসমূহ আঁকড়ে ধরা যা পরিপূর্ণ ও শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে থাকবে, পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ - كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ [হাসান: ১৮৬ নং হাদীছ, তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ]।

[৪] তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে আর শুনবে ও মানবে, যদিও তোমাদের নেতা হাবশী গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা কঠিন মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ) উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য। তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। সাবধান! তোমরা বিদ'আত পরিহার করবে। কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী-পথভ্রষ্ট। ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪২

[৫] আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কৃত পথ ও মত। ঐরূপ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্তি ও সুপথ থেকে বিচ্যুতি। আর প্রত্যেক ভ্রান্তিরই হবে জাহান্নামের আগুনে অবস্থিতি (وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) [ছ্বহীহ, সুনানে নাসাঈ হা/১৫৭৮, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা হা/১৭৮৫]।

وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ، وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ.

৩। ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করা এবং প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে চলা-ফেরা না করা।

وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ.

৪। দীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা বর্জন করা।

সুন্নাহ হচ্ছে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ

وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

৫। আমাদের নিকট সুন্নাহ হচ্ছে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ।

وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ.

৬। সুন্নাহ কুরআনকে ব্যাখ্যা করে[৬] এবং এটা কুরআনের পথ নির্দেশক।

وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ.

৭। সুন্নাতে কোন কিয়াস নেই[৭]।

---

[৬] আর আমি প্রত্যেক রসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের নিকট বর্ণনা দেয়। সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় [সূরা ইব্রাহিম ১৪:৪]।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, (তাদের প্রেরণ করেছি) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাবসমূহ এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে [সূরা আন নাহল ১৬:৪৪]।

আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্য তুমি স্পষ্ট করে দেবে এবং (এটি) হিদায়াত ও রহমত সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে [সূরা নাহল ১৬:৬৪]।

[৭] এখানে কিয়াস বলতে বোঝানো হয়েছেঃ যা সুন্নাহতে নেই, আমরা এমন

وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ.

৮। সুন্নাহর বিপরীতে কোন দৃষ্টান্তও পেশ করা যাবে না,

وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ، إِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْهَوَى.

৯। তা না বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, আর না প্রবৃত্তি দ্বারা। বরং সুন্নাহ হচ্ছে অনুসরণ করা, আর প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জনের নাম।

وَمِنْ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً – لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا – لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا:

১০। যে কেউ আবশ্যিক সুন্নাতগুলোর একটিও পরিত্যাগ করে, সেটা গ্রহণ করে না এবং সেটার উপর ঈমানও আনে না, তবে সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮]

জিনিসকে সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে তাকে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো না। বরং সুন্নাহর ব্যাপারে বলতে হবে যে, এটা মানসূস ‘আলাইহি (যা নস দ্বারা প্রমাণিত)। এখানে এমন কিয়াস যা মাসআলা ইস্তেমবাত করার জন্য করা হয় যে ব্যাপারে সুন্নাহর সরাসরি নস না থাকায় সুন্নাহকে উল্লেখিত অনুরূপ বস্তুর হুকুম দ্বারা হুকুম প্রদান করা হয়, তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

[৮] তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের নিকট তার ইবাদতের অবস্থা জানার জন্য এলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদাতের খবর শুনে তারা যেন তাদের ইবাদাতকে কম মনে করলেন। তারা পরস্পর আলাপ করলেন, রাসূলুল্লাহ এর তুলনায় আমরা কি? আল্লাহ তা‘আলা তার আগের-পিছের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তাদের একজন বললেন, আমি সারারাত সলাত আদায় করবো। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি দিনে সিয়াম পালন করবো, আর কখনো তা ত্যাগ করবো না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করবো না। তাদের এই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা কি এ ধরনের কথাবার্তা বলেছিলে? খবরদার! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশী তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু এরপরও আমি কোন দিন সিয়াম পালন করি আবার কোন দিন সিয়াম পালন ছেড়ে দিই। রাতে ছলাত আদায় করি আবার ঘুমিয়েও যাই। নারীদের বিয়েও করি। এটাই আমার পথ। তাই যে ব্যক্তি আমার পথ ছেড়ে দিয়েছে সে আমার (উম্মতের মধ্যে) গণ্য হবে না (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ

ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস করা

اَلْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ، وَالْإِيمَانُ بِهَا، لَا يُقَالُ لِمَ وَلَا كَيْفَ، إِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيقُ وَالْإِيمَانُ بِهَا،

ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস করা[৯]। আর এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছগুলোকে সত্যায়ন করা এবং সেগুলোর প্রতি ঈমান রাখা। কেন? কিভাবে? এ রকম প্রশ্ন করা যাবে না। বরং এটা হলো সত্য বলে মেনে নেয়া ও ঈমান রাখার বিষয়।

وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغْهُ عَقْلَهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ، فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ،

১১। যে ব্যক্তি হাদীছের ব্যাখ্যা জানলো না, তার বিবেক তা উপলব্ধিও করতে পারলো না তবুও তা যথেষ্ট হবে। তার দায়িত্ব হবে সেগুলোর উপর ঈমান আনা ও তা মেনে নেয়া।

مِثْلُ حَدِيثِ " الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ" وَمِثْلُ مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْقَدَرِ.

১২। যেমন, 'সত্যবাদী ও সত্যায়িত' বলে স্বীকৃত হাদীছ[১০], তাক্বদীরের হাদীছ।

وَمِثْلُ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ كُلِّهَا، وَإِنْ نَبَتْ عَنِ الْأَسْمَاعِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعُ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهَا، وَأَنْ لَا يَرُدَّ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ.

১৩। যেমন, আল্লাহকে দেখার হাদীছগুলো। যদিও কান তা গ্রহণ না করে এবং শ্রবণকারী তা আশ্চর্য মনে করে তবুও তার উপর দায়িত্ব হলো সে

سُنَّتِي فَلَيْسَ مني)। ছহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৪০১।

[৯] ঈমানের স্তম্ভ ছয়টি: ঈমান হলো- তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, রসূলগণ আলাইহিমুস্ সালাম, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। ছহীহ মুসলিম হা/৮

[১০] ছহীহ বুখারী হা/৩১৮০, মুসলিম হা/২৬৪৩, আবূ দাউদ হা/৪৭০৮, তিরমিযী হা/২১৩৭, ইবনে মাজাহ হা/৭৬।

এগুলোর উপর ঈমান আনবে, নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে হাদীছের বর্ণনাসমূহের একটি অক্ষরও সে প্রত্যাখ্যান করবে না।

وَأَنْ لَا يُخَاصِمَ أَحَدًا وَلَا يُنَاظِرَهُ، وَلَا يَتَعَلَّمَ اَلْجِدَالَ. فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اَلْقَدَرِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا مِنْ السُّنَنِ مَكْرُوهٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ، لَا يَكُونُ صَاحِبُهُ –وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ السُّنَّةَ– مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ حَتَّى يَدَعَ اَلْجِدَالَ وَيُسَلِّمَ وَيُؤْمِنَ بِالْآثَارِ.

১৪। কারো সাথে এ নিয়ে ঝগড়া করবে না, বিতর্কে লিপ্ত হবে না এবং বিতর্ক শিক্ষাও করবে না। কেননা তাক্বদীর, আল্লাহকে দেখা, কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। আর বিতর্কে লিপ্ত ব্যক্তি কখনোই আহলে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে না (যদিও সে বিতর্কের দ্বারা সত্যে পৌঁছে যায়), যতক্ষণ না সে বিতর্ক ছেড়ে সুন্নাহকে মেনে নেয় ও সেগুলোর উপর ঈমান আনে।

কুরআন আল্লাহর কথা, তা সৃষ্ট নয়

وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلَا يَضْعُفُ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، فَإِنَّ كَلَامَ اللهِ لَيْسَ بِبَائِنٍ مِنْهُ، وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ، وَإِيَّاكَ وَمُنَاظَرَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ، وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ، وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَخْلُوقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللهِ فَهَذَا صَاحِبُ بِدْعَةٍ مِثْلُ مَنْ قَالَ: (هُوَ مَخْلُوقٌ). وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ.

১৫। কুরআন আল্লাহর কথা, তা সৃষ্ট নয়। কেউ যেন দুর্বল না হয় এ কথা বলতে যে, তা সৃষ্ট নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহর কথা তার হতে পৃথক কিছু নয়, আর তার কোন অংশই সৃষ্ট নয়। সতর্ক হও তার সাথে তর্ক করার ব্যাপারে, যে এ ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে (অর্থাৎ নতুন বিদ‘আত আনয়ন করে) বা যে (এ বিষয়ে) লাফয (অর্থাৎ তিলাওয়াতের শব্দ সৃষ্ট) বা অন্য কিছু বলে। আর যে এতে সংশয়গ্রস্থ হয় ও তারপর বলে, ‘আমি জানি না সৃষ্ট কি সৃষ্ট নয়’। অথচ তা আল্লাহরই কালাম (ব্যতীত কিছু নয়) ! সুতরাং সে ঠিক সেভাবে বিদ‘আতী, যেভাবে কেউ বলে, তা সৃষ্ট। বরং কুরআন আল্লাহর কালাম[১১], যা সৃষ্ট নয়।

---

[১১] “আর যদি মুশরিকদের কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় দাও”। সূরা আত-তাওবা ৯:৬।

ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে দর্শনে বিশ্বাস করা

وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ،

১৬। ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে দর্শনে ঈমান রাখা[১২]। যেমনটি এ ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে।

وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَدْ رَأَى رَبَّهُ، فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، صَحِيحٌ، رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ؛ وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ؛ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَدِيثُ عِنْدَنَا عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا جَاءَ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالْكَلَامُ فِيهِ بِدْعَةٌ، وَلَكِنْ نُؤْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَلَا نُنَاظِرُ فِيهِ أَحَدًا.

১৭। নিশ্চয়ই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবকে দেখেছেন[১৩]। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ছ্বহীহভাবে তা বর্ণিত আছে। যেমন- ক্বতাদা ইকরিমা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে আব্বাস হতে; হাকাম ইবনে আবান ইকরিমাহ হতে ও তিনি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন; আলী ইবনে যায়েদ ইউসুফ ইবনে মিহরান হতে ও তিনি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। আমরা হাদীছের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করি, যেভাবে তা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। এ ব্যাপারে বিতর্ক করা বিদ'আত। বরং আমরা বাহ্যিকভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেভাবে

---

[১২] "সে দিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে" (সূরা আল ক্বিয়ামাহ ৭৫: ২২-২৩)।

"কোন অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে দেখতে পাও, সেভাবেই তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। ছ্বহীহ বুখারী ৫৫৪, ছ্বহীহ মুসলিম ৬৩৩, তিরমিযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৪৭২৯, ইবনে মাজাহ ১৭৭।

[১৩] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ফলে আমার গভীর ঘুম এসে গেল। ঘুমের ভিতর আমি আমার রবকে সুন্দরতম চেহারায় দেখতে পেলাম। (إِنِّي نَعَسْتُ فَاسْتَثْقَلْتُ نَوْمًا فَرَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ) ছ্বহীহ : তিরমিযী হা/৩২৩৪

বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই ঈমান আনি, এ ব্যাপারে কারো সাথে বিতর্ক করি না।

ক্বিয়ামত দিবসে মীযান বা দাঁড়িপাল্লায় বিশ্বাস করা

وَالْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كَمَا جَاءَ، يُوزَنُ الْعَبْدُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَلَا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَتُوزَنُ أَعْمَالُ اَلْعِبَادِ كَمَا جَاءَ فِي اَلْأَثَرِ، وَالْإِيمَانُ بِهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِهِ، وَالْإِعْرَاضُ عَمَّنْ رَدَّ ذَلِكَ، وَتَرْكُ مُجَادَلَتِهِ.

১৮। ক্বিয়ামত দিবসে মীযান বা দাঁড়িপাল্লায় বিশ্বাস করা[১৪] যেমনভাবে বর্ণিত আছে। ক্বিয়ামত দিবসে বান্দাকে ওযন করা হবে তবে মশার ডানার ওযন করা হবে না[১৫]। বরং বান্দার আমলসমূহ ওযন করা হবে, যেমনভাবে হাদীছে বর্ণিত আছে, তাতে ঈমান আনা ও সত্য বলে স্বীকার করা। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে ত্যাগ করা এবং তার সাথে তর্ক-বিতর্ক না করা।

ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার বান্দাদের সাথে কথা বলবেন

وَأَنَّ اللهَ يُكَلِّمُ اَلْعِبَادَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ.

১৯। ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার বান্দাদের সাথে কথা বলবেন, বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না[১৬], তা বিশ্বাস করা ও সত্যায়ন করা।

---

[১৪] আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট [সূরা আল্ আম্বিয়া ২১: ৪৭]।

[১৫] এটি দ্বারা ঐ হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামত দিবসে অত্যন্ত স্থূলকায় এক ব্যক্তি আসবে তবে তাকে আল্লাহর কাছে মশার ডানার মত কোন ওযন করা হবে না।" ছহীহ বুখারী, হা/৪৭২৯।

[১৬] বুখারী, হা/৬৫৩৯ ও ৭৫১২, তিরমিজি, হা/২৪১৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৪৩, মুসনাদে আহমাদ, ছহীহ: হা/১৮২৪৬

হাওযে কাওছারের প্রতি বিশ্বাস করা

وَالْإِيمَانُ بِالْحَوْضِ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَوْضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَسِيرَةَ شَهْرٍ، آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ اَلسَّمَاءِ عَلَى مَا صَحَّتْ بِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

২০। হাওযে কাওছারের প্রতি বিশ্বাস করা[১৭]। ক্বিয়ামতের দিন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য হাওয থাকবে, সেখানে তার উম্মাতকে আনা হবে। আর এই হাওযের প্রস্থ হবে দৈর্ঘের সমান, যা এক মাসের পথের দূরত্ব। হাওযের পেয়ালার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান[১৮]। যা বিভিন্ন ছ্বহীহ বর্ণনায় এসেছে।

ক্ববরের আযাবের প্রতি ঈমান রাখা

وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ اَلْقَبْرِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُفتَنُ فِي قُبُورِهَا، وَتُسْأَلُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، وَمَنْ رَبُّهُ؟ وَمَنْ نَبِيُّهُ؟ وَيَأْتِيه مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ، كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَرَادَ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ.

২১। ক্ববরের আযাবের প্রতি ঈমান রাখা[১৯]। এ উম্মাহ ক্ববরে পরীক্ষার সম্মুখীন

---

[১৭] "কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের জন্য হাউযে কাউছারের নিকট উপস্থিত থাকবো। যে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে আমি তাকে তা থেকে পান করাবো। আমার হাউজ থেকে যে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। এমন সময় আমার কাছে একদল লোক আগমন করবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারবো। তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৮৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৯০।

[১৮] "আমার হাওযের প্রশস্ততা হচ্ছে ইয়ামানের আয়লা এবং সানআর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। এর পান পাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমপরিমাণ"। ছহীহ বুখারী হা/৬৫৮০, ছহীহ মুসলিম হা/২৩০৩।

[১৯] এ উম্মত ক্ববরে পরীক্ষিত হবে, যদি তোমরা দাফন করা ছেড়ে না দিতে তবে আমি ক্ববরের আযাবের যে শব্দ শুনতে পাই তোমাদেরকেও তা শোনার জন্য আল্লাহর নিকটে অবশ্যই দু'আ করতাম। এরপর তিনি আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন:

হবে,তাদেরকে ঈমান, ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমার রব কে? তোমার নাবী কে[২০]? তার কাছে মুনকার ও নাকীর ফেরেশতা আসবে[২১]। আল্লাহ যেভাবে চান, যেভাবে ইচ্ছা করেন। এগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং সত্য বলে মেনে নিতে হবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আতে বিশ্বাস করা

وَالْإِيمَانُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، وَبِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا اِحْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا، فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ، وَكَمَا شَاءَ، إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ بِهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِهِ.

২২। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আতে বিশ্বাস করা[২২]। আরো বিশ্বাস করা যে- জাহান্নামে দগ্ধ হয়ে কয়লা হওয়ার পর একদল সেখান থেকে বের হবে এবং তাদেরকে জান্নাতের দরজার সামনে একটি ঝর্ণায় আনার আদেশ করা হবে, আল্লাহ যেভাবে চাইবেন সেভাবেই যেমনটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে[২৩]। এগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং সত্য বলে মেনে নিতে হবে।

তোমরা জাহান্নামের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর, তারা বললেন: আমরা আল্লাহর নিকটে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর বললেন: তোমরা ক্ববরের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা কর, তারা বললেন: আমরা আল্লাহর নিকটে ক্ববরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৭।

[২০] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩১২০, আবূ দাউদ হা/৪৭৫৩, মিশকাতুল মাসাবিহ ১৩১, ১৬৩০।

[২১] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন মৃত মানুষকে কবরে রাখা হয়, তখন নীল চোখ বিশিষ্ট কালো বর্ণের দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের একজনকে বলা হয় নাকীর এবং অন্যজনকে বলা হয় মুনকার। ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১০৭১। সিলসিলা ছ্বহীহা হা/১৩৯১।

[২২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৪০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৩, ইবনে মাজাহ হা/৪৩১২।

[২৩] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫

দাজ্জাল বের হবে এবং তার দু‘চোখের মাঝে কাফির লেখা থাকবে

وَالْإِيمَانُ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ خَارِجٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ فِيهِ، وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ،

২৩। ঈমান আনতে হবে যে, দাজ্জাল বের হবে এবং তার দু‘চোখের মাঝে কাফির লেখা থাকবে[২৪]। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছগুলোর উপরও ঈমান আনতে হবে যে, তা ঘটবেই।

ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন

وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ لُدٍّ.

২৪। আরো ঈমান আনতে হবে যে, ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন এবং লুদ্দ দরজার সামনে দাজ্জালকে হত্যা করবেন[২৫]।

ঈমান হচ্ছে কথা ও আমলের সমষ্টি, যা বাড়ে ও কমে

وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ كَمَا جَاءَ فِي اَلْخَبَرِ: أَكْمَلُ اَلْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

২৫। ঈমান হচ্ছে কথা ও আমলের সমষ্টি, যা বাড়ে ও কমে[২৬]। বর্ণিত আছে

---

[২৪] নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ এমন কোন নাবী পাঠাননি যিনি তার জাতিকে কানা মিথ্যুকটির ব্যাপারে সতর্ক করেননি। সে কানা দাজ্জাল। আর তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। তার দু’চোখের মাঝখানে ‘কাফির’ লেখা থাকবে। ছহীহ বুখারী হা/৭৪০৮, ছহীহ মুসলিম হা/২২৪৮।

[২৫] ছহীহ মুসলিম হা/২৯৩৭

[২৬] ‘তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (কথা) দ্বারা এর

যে: ঈমানের দিক থেকে তারাই পূর্ণাঙ্গ মুমিন, যারা চরিত্রের দিক থেকে উত্তম[২৭]।

وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةُ، مَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ.

২৬। যে ব্যক্তি ছ্বলাত ছেড়ে দিল সে ব্যক্তি কাফের[২৮]। কোন আমলই নেই যা পরিত্যাগ করা কুফর, কেবলমাত্র ছ্বলাত ছাড়া। সুতরাং যে ছ্বলাত ছেড়ে দিল সে কাফের গণ্য হবে। (তার শাস্তি হচ্ছে) তাকে হত্যা করা, (যা) আল্লাহ তা'আলা বৈধ করেছেন[২৯]।

পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তবে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন করবে। তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক'। ছ্বহীহ: মুসলিম ৪৯, ইবনে মাজাহ ১২৭৫, আবূ দাউদ ১১১৪, তিরমিযী ২১৭২।

[২৭] হাসান : তিরমিযী হা/১১৬২

[২৮] মুমিন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল ছ্বলাত ত্যাগ করা। ছ্বহীহ: মুসলিম হা/৮২, আবূ দাউদ হা/১৬৫৮, নাসায়ী ১/২৩১
আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে (মুক্তির) যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা হল ছ্বলাত। সুতরাং যে ব্যক্তি ছ্বলাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল। ছ্বহীহ:তিরমিযী হা/২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনে মাজাহ ১০৭৯

[২৯] অলসতা ও অবহেলায় ছ্বলাত ত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে দু'ধরণের অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথম: সে কাফির নয়, বরং ফাসিক, অবাধ্য, কাবীরা গুনাহকারী: এটি অধিকাংশ ইমামের অভিমত। যেমন- সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তার শিষ্যবৃন্দ এবং ইমাম মালিক। আর (প্রসিদ্ধ অভিমতে) ইমাম শাফিঈও এমত পেশ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এর দু'টি অভিমতের একটি অভিমত এটি। হাশিয়া ইবন আবেদীন ১/২৩৫, ফাতাওয়া হিন্দীয়া ১/৫০, হাশিয়া দাসুকী ১/১৮৯, মাওয়াহিবুল জালিল ১/৪২০, মুগনিল মুহতাজ ১/৩২৭, মাজমূ'৩/১৬, দেখুন ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

দ্বিতীয়: সে কাফির, দীন ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত: এটি সাঈদ ইবনু জুবাইর, ইমাম শা'বী, নাখয়ী, আওযায়ী, ইবনে মুবারক, ইসহাক, ইমাম আহমদের বিশুদ্ধতম ও ইমাম শাফিঈর দু'টি অভিমতের একটি অভিমত। আল্লামা ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ

এ উম্মাতের মধ্যে উত্তম মানুষ হলো আবূ বকর সিদ্দিক, তারপর উমার ইবনুল খাত্তাব, তারপর উছমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)

وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ كَمَا قَدَّمَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ،

২৭। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর এ উম্মাতের মধ্যে উত্তম মানুষ হলো আবূ বকর সিদ্দিক, তারপর উমার ইবনুল খাত্তাব, তারপর উছমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। আমরা তাদের তিনজনকে অগ্রগামী মনে করি যেমনভাবে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীরা তাদেরকে অগ্রগামী মনে করেছেন। আর এ বিষয়ে তারা কোনরকম মতানৈক্য করেননি।

ثُمَّ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَصْحَابُ الشُّورَى الْخَمْسَةُ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدٌ، كُلُّهُمْ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ، وَكُلُّهُمْ إِمَامٌ، وَنَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيٌّ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ نَسْكُتُ.

২৮। অতঃপর উত্তম মানুষ হচ্ছে শূরার পাঁচজন সদস্য: আলী ইবনু আবূ তালেব, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এবং সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। তারা সবাই খিলাফাতের যোগ্য ছিলেন, সকলেই ইমাম ছিলেন। এক্ষেত্রে আমরা ইবনে উমারের হাদীছকে গ্রহণ করি: আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশাতেই সাহাবাদের উপস্থিতিতে আমরা উত্তম বিবেচনা করতাম প্রথমে আবূ বকর, এরপরে উমার এবং এরপর উছমান (রা.) কে, এরপর আমরা চুপ থাকতাম[৩০]।

এটি উমার ইবনুল খাত্তাব, মুযায ইবন জাবাল, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবূ হুরাইরা ও অন্যান্য ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। মুকাদ্দামা ইবন রুশদ ১/৬৪, আল মুকান্না‘ ১/৩০৭, আল ইনসাফ ,১/৪০২, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২২/৪৮, ইবনুল কাইয়্যিম প্রণিত আস-সালাহ হুকমু তারিকিস সালাহ, দেখুন ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

[৩০] ছহীহ বুখারী হা/৩৬৫৫, আবূ দাউদ হা/৪৬২৭, তিরমিযী হা/৩৭০৭, ইবনে আবী শাইবাহ হা /৩১৯৩৬, মুসনাদে আহমাদ, ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭২৫১ ।

ثُمَّ مِنْ بَعْدِ أَصْحَابِ اَلشُّورَى أَهْلُ بَدْرٍ مِنْ اَلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ مِنْ اَلْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَى قَدْرِ اَلْهِجْرَةِ وَالسَّابِقَةِ، أَوَّلًا فَأَوَّلًا

২৯। তারপর শূরা সদস্যবৃন্দ, এদের পরে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদের মধ্য হতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজিরগণ, তারপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসারগণ[৩১] তাদের হিজরত ও ইসলামে অগ্রগামী হওয়ার ভিত্তিতে একের পর অন্যজন মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন।

ثُمَّ أَفْضَلُ اَلنَّاسِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، اَلْقَرْنُ اَلَّذِي بُعِثَ فِيهِمْ وَكُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ، لَهُ مِنْ اَلصُّحْبَةِ عَلَى قَدْرِ مَا صَحِبَهُ، وَكَانَتْ سَابِقَتُهُ مَعَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةً، فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ، وَلَوْ لَقُوا اللَّهَ بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ، كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرَأَوْهُ وَسَمِعُوا مِنْهُ، وَمَنْ رَآهُ بِعَيْنِهِ وَآمَنَ بِهِ وَلَوْ سَاعَةً، أَفْضَلُ لِصُحْبَتِهِ مِنْ التَّابِعِينَ، وَلَوْ عَمِلُوا كُلَّ أَعْمَالِ اَلْخَيْرِ.

৩০। এসকল ছাহাবীদের পরে উত্তম হচ্ছেন তারা যাদের সময়ে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছিল[৩২]। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন, হোক তা এক বছর, এক মাস, এক দিন, কিংবা এক ঘন্টা অথবা যিনি তাঁকে দেখেছেন তিনিই তাঁর ছাহাবী। সাহচর্য বিবেচিত হবে তার রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থাকা, তার সাথে সাহচর্যে অগ্রগামী হওয়া, হাদীছ শ্রবণ করা অথবা তাঁর দিকে তাকানো ইত্যদির ভিত্তিতে। এগুলোর নূন্যতম অংশও সাহচর্য বলে বিবেচিত হবে এবং ঐ ব্যক্তি তাদের সকলের চেয়ে উত্তম যারা আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি। যদিও তারা আল্লাহর সাথে সকল ‘আমল সহকারে সাক্ষাৎ করুক

---

[৩১] আল্লাহ তা‘আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন ছাহাবীর ব্যাপারে বলেছেন: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি"। ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০০৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৯৪, তিরমিযী হা/৩৩০৫, আবূ দাউদ হা/৪৬৫৪, দারিমী ২৮০৩।

[৩২] এটা দ্বারা অবশিষ্ট ছাহাবীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

না কেন। আর এই সকল সাহচর্যপ্রাপ্ত ছাহাবীগণ যারা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন ও তাঁর কাছ থেকে হাদীছ শুনেছেন অথবা যারা তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমান এনেছেন যদিও তা এক ঘন্টা হোক না কেন, তবুও তারা তাদের সাহচর্যের কারণে সকল তাবেয়ীদের চেয়ে শ্রেষ্ট, যদিও তারা (তাবেয়ীগণ) সকল নেক আমল করুক না কেন[৩৩]।

ইমামগণ ও আমীরুল মুমিনীনের কথা শুনা ও তাদের আনুগত্য করা

وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلأَئِمَّةِ وَأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْبَرِّ والْفَاجِرِ وَمنْ وَلِيَ الخِلَافَةَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوْا بِهِ وَمَنْ عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيْفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

৩১। ইমামগণ[৩৪] ও আমীরুল মুমিনীনের[৩৫] কথা শুনা ও তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক, হোক তারা সৎকর্মশীল অথবা পাপাচারী। যে ব্যক্তি খিলাফতে (ক্ষমতায়) অধিষ্ঠিত হবে এবং মানুষ তার কাছে একত্রিত হবে এবং সন্তুষ্ট

---

[৩৩] "তোমরা আমার কোন ছাহাবীকে গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে তবুও তাদের একজনের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দান করার সমানও ছওয়াবও পাবে না"। ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৪১।

[৩৪] এখানে (أئمة) শব্দটি বহুবচন, যার একবচন হচ্ছে (إمام), যার অর্থ ধারাবাহিকভাবে ইমামগণ ও ইমাম। বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ায় এখান থেকে বোঝা যায় যে, আয়িম্মাহ বা মুসলিম বিদ্বানদের কথা শোনা ও তাদের আনুগত্য করা সাধারণ মুসলিমদের জন্য আবশ্যক। কিন্তু কোন একজন নির্দিষ্ট ইমামকে, তার মতামত বা মাযহাবকে সামগ্রিকভাবে অথবা নির্দিষ্ট করে প্রধান্য দেয়াটা বিদ'আত। কারণ ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের সময় কোনো ইমামকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। (দেখুন কওলুল মুফীদ, ইমাম শাওকানী)

[৩৫] আমীর একবচন, বহুবচনে أمراء, আমীরুল মুমিনীন (أمير المؤمنين) বলতে মুসলিমদের একক খলীফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীয়াতে আমীর বা আমীরুল মুমিনীন বলতে কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা দলের নেতাকে বোঝানো হয় না। বরং এর দ্বারা মুসলিমদের খলীফা/ সুলতান/ রাষ্ট্রপ্রধানকে বোঝানো হয় (ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭০৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৬-১৮৪৯)। আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মুসলিমীন, ইমামুল উযমা/ইমামুল কুবরা -একই ব্যক্তি, একক ব্যক্তি।

থাকবে অথবা যে ব্যক্তি স্বীয় তলোয়ারের জোরে (ক্ষমতা প্রয়োগে) ক্ষমতায় আসবে এবং খলীফা হবে এমন প্রত্যেককেই আমীরুল মুমিনীন বলা হবে।

وَالْغَزْوُ مَاضٍ مَعَ الإِمَام إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْبرِّ وَالْفَاجِرِ لَا يُتْرَكُ.

৩২। ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে সে সৎকর্মশীল অথবা পাপচারী যাই হোক না কেন তাকে পরিত্যাগ করা যাবে না আর এটা কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

وَقِسْمَة الْفَيْء وَإِقَامَة الْحُدُود إِلَى الْأَئِمَّة مَاض لَيْسَ لأحد أَن يطعن عَلَيْهِم وَلَا ينازعهم.

৩৩। যুদ্ধ বা সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বন্টন ও হদ্দ কায়েমের বিষয়গুলো সর্বদা ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। কোন ব্যক্তির জন্য তার ব্যাপারে অপবাদমূলক অভিযোগ আরোপ করা বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে ক্ষমতা নিয়ে তাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়াও বৈধ হবে না।

وَدفع الصَّدقَات إِلَيْهِم جَائِزَة نَافِذَة من دَفعهَا إِلَيْهِم أَجْزَأت عَنهُ برا كَانَ أَو فَاجِرًا.

৩৪। যাকাতের অর্থ তাদের কাছে সমর্পণ করাটা বৈধ ও কার্যকর। রাষ্ট্রপ্রধান পাপী অথবা সৎকর্মশীল যাই হোক না কেন, তার কাছে যাকাতের অর্থ সমর্পণ করা ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।

وَصَلَاة الْجُمُعَة خَلفه وَخلف من ولاه جَائِزَة بَاقِيَة تَامَّة رَكْعَتَيْنِ من أعادهما فَهُوَ مُبْتَدع تَارِك للآثار مُخَالف للسّنة لَيْسَ لَهُ من فضل الْجُمُعَة شَيْء إِذا لم ير الصَّلَاة خلف الْأَئِمَّة من كَانُوا برهم وفاجرهم فَالسنة بِأَن يُصَلِّي مَعَهم رَكْعَتَيْنِ وَتَدين بِأَنَّهَا تَامَّة لَا يكن فِي صدرك من ذَلِك شَيْء.

৩৫। তেমনি রাষ্ট্রপ্রধান পাপী অথবা সৎকর্মশীল যাই হোক না কেন, তার পেছনে অথবা তার নিয়োগকৃত প্রশাসকের পেছনে দুই রাকাত জুমুয়ার ছলাত পূর্ণ, বৈধ এবং বলবৎ থাকবে। যে তাদের পেছনে ছলাত আদায়ের পরে আবার উক্ত ছলাত আদায় করবে সে বিদ‘আতী এবং হাদীস পরিত্যাগকারী এবং সুন্নাহ বিরোধী বলে বিবেচিত হবে। এবং তার জন্য জুমুয়ার কোন ফযীলত থাকবে না, যদি সে পাপী অথবা সৎকর্মশীল (উভয়শ্রেণির) শাসকের পেছনে জুমুয়ার ছলাতকে বৈধ মনে না করে। সুতরাং সুন্নাহ হচ্ছে তাদের সাথে

দুই রাকাত জুমুয়ার ছলাত আদায় করা এবং দীন পালনে সেটাকে পূর্ণ ও যথেষ্ট মনে করা, (এজন্য তাদের পেছনে ছলাত আদায় করার ক্ষেত্রে) যেন তোমার অন্তরে কোন সমস্যা না দেখা দেয়।

وَمن خرج على إِمَام من أَئِمَّة الْمُسلمين وَقد كَانُوا اجْتَمعُوا عَلَيْهِ وأقروا بالخلافة بِأَيّ وَجه كَانَ بِالرِّضَا أَو الْغَلَبَة فقد شقّ هَذَا الْخَارِج عَصا الْمُسلمين وَخَالف الْآثَار عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن مَاتَ الْخَارِج عَلَيْهِ مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة.

৩৬। আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের এমন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল যার কাছে মানুষেরা (ইতিমধ্যেই) ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং তার খিলাফতের ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে, সে শাসক/রাষ্টপ্রধান জনগণের সন্তুষ্টি অথবা জবরদস্তি যে পদ্ধতিতেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, বিদ্রোহী ব্যক্তি মুসলিমদের ঐক্যের লাঠি ভেঙ্গে ফেলল এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে আগত হাদীসসমূহের লঙ্ঘন করল। যদি এমন অবস্থায় উক্ত বিদ্রোহী মারা যায় তবে সে জাহেলিয়্যাতের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে।

وَلَا يحل قتال السُّلْطَان وَلَا الْخُرُوج عَلَيْهِ لأحد من النَّاس فَمن فعل ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع على غير السّنة وَالطَّرِيق.

৩৭। অতএব সুলতান/রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কারো জন্য বৈধ হবে না। সুতরাং কেউ এমন করলে সে ব্যক্তি সুন্নাহ ও সঠিক পথ বিবর্জিত বিদ‘আতী।

দস্যু ও খারিজীদের সাথে লড়াই করা

وقتال اللُّصُوص والخوارج جَائِز إِذا عرضوا للرجل فِي نَفسه وَمَاله فَلهُ أَن يُقَاتل عَن نَفسه وَمَاله وَيدْفَع عَنْهَا بِكُل مَا يقدر وَلَيْسَ لَهُ إِذا فارقوه أَو تَركُوهُ أَن يطلبهم وَلَا يتبع آثَارهم لَيْسَ لأحد إِلَّا الإِمَام أَو وُلَاة الْمُسلمين، إِنَّمَا لَهُ أَن يدْفع عَن نفسه فِي مقَامه ذَلِك، وَينْوي بجهْدِهِ أَن لَا يقتل أحدا، فَإِن مَاتَ على يَدَيْهِ فِي دَفعه عَن نَفسه فِي المعركة، فأبعد الله الْمَقْتُول، وَإِن قتل هَذَا فِي تِلْكَ الْحَال وَهُوَ يدْفع عَن نَفسه وَمَاله، رَجَوْت لَهُ الشَّهَادَة كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَجَمِيع الْآثَار فِي هَذَا إِنَّمَا أَمر بقتاله وَلم يُؤمر بقتْله وَلَا اتِّبَاعه وَلَا يُجِيز عَلَيْهِ إِن صرع أَو كَانَ جريحا وَإِن أَخذه أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقْتله وَلَا يُقيم عَلَيْهِ الْحَد وَلَكِن يرفع أمره إِلَى من ولاه الله فَحكم فِيهِ.

৩৮। দস্যু ও খারিজীদের সাথে লড়াই করা বৈধ। যখন তারা কোন ব্যক্তির জান ও মালের উপর চড়াও হয় তখন ঐ ব্যক্তির জন্য স্বীয় জান-মাল রক্ষার্থে প্রয়োজন মোতাবেক তাদের সাথে লড়াই করা বৈধ। তবে ঐ ব্যক্তির জন্য তাদের (হত্যার উদ্দেশ্যে) পিছু নেওয়া বা তাদের খোঁজ করা বৈধ হবে না যখন তারা (দস্যু ও খারেজীগণ) তাকে ছেড়ে চলে যায় অথবা তার থেকে আলাদা হয়ে যায় ; কেননা এটা শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান বা মুসলিমদের (উপর দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রশাসকদের নিদির্ষ্ট। বরং ঐ ব্যক্তির জন্য শুধুমাত্র তার নিজেকে রক্ষা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে ঐস্থানে যেখানে সে আক্রান্ত হয়েছে। এবং তার উচিৎ তার এব্যাপারে চেষ্টা করা যেন তার হাতে কোন ব্যক্তি নিহত না হয়ে যায়। কিন্তু লড়াইয়ের স্থানে প্রতিরোধের সময় যদি তার হাতে কেউ মারা যায় তবে (ধর্তব্য হবে) আল্লাহই তাকে বিতাড়িত করেছেন। আর যদি (তাদের হাতে) উক্ত ব্যক্তি সেখানে মারা যায় তবে আশা করি যে সে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে, যেমন এ সংক্রান্ত হাদীছসমূহের মধ্যে এসেছে[৩৬]। এর মাধ্যমে তাকে লড়াই করার আদেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু তাকে হত্যা করা, তার পিছু নেয়াকে বৈধতা দেয়া হয়নি। এটারও বৈধতা দেয়া হয়নি যে সে ধরাশায়ী হলে অথবা আহত হলে সে তার উপর চড়াও হবে। যদি ঐ ব্যক্তি তাকে বন্দি করে, তাহলে তাকে হত্যাও করতে পারবে না, তার উপর কোন হদ্দ প্রয়োগও করতে পারবে না। বরং তার বিষয়টি আল্লাহ যাকে শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তার কাছে পেশ করবে, এরপর উক্ত শাসক তার ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।

---

[৩৬] আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জানতে চাইল: হে আল্লাহর রসূল, যদি কোন ব্যক্তি এসে আমার সম্পত্তি নিয়ে যেতে চায় তখন আমার করণীয় কী? তিনি বললেন: তুমি তাকে দেবে না। ঐ ব্যক্তি আবার বলল: যদি একারণে সে আমার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তবে তুমি তার সাথে লড়াই করবে। ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করল: যদি এক্ষেত্রে সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি শহীদ। ঐ ব্যক্তি আবারো জিজ্ঞাসা করল: যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাহলে সে জাহান্নামী। ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ২২৫ (১৪০)

কিবলার অনুসারী কারো কর্মের দ্বারা আমরা সাক্ষ্য দেই না যে সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী

وَلَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِعَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ نَرْجُو لِلصَّالِحِ وَنَخَافُ عَلَيْهِ، وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ الْمُذْنِبِ، وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ.

৩৯। কিবলার অনুসারী কারো কর্মের দ্বারা আমরা সাক্ষ্য দেই না যে সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী। আমরা সৎকর্মশীলের ব্যাপারে আশা করি আবার ভয়ও করি এবং পাপী ব্যক্তির জন্য (আযাবের) ভয় করি আবার তার জন্য আল্লাহর রহমতের আশাও করি।

وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبٍ يَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارُ–تَائِبًا غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَيْهِ– فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ.

৪০। যে ব্যক্তি জাহান্নামকে আবশ্যক করে এমন কোন পাপ করে তাওবাকারী অবস্থায় ঐ পাপের পুনরাবৃত্তি না করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। (কেননা) আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন এবং তার বিচ্যুতি ক্ষমা করেন।

وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

৪১। যে ব্যক্তি কোন পাপের কারণে দুনিয়াতে হদ্দ প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, ঐ হদ্দ তার উক্ত পাপের জন্য কাফফারা হবে, যেমনটি রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আগত হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।

وَمَنْ لَقِيَهُ مُصِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ اَلَّتِي قَدْ اِسْتَوْجَبَ بِهَا اَلْعُقُوبَةَ فَأَمْرُهُ إِلَى اَللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

৪২। আর যে ব্যক্তি তাওবাবিহীন অবস্থায় শাস্তি আবশ্যক করে এমন পাপের পুনরাবৃত্তি সহকারে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার বিষয়টি আল্লাহর দিকেই নির্দিষ্ট। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ ব্যক্তিকে আযাব দেবেন, ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

وَمِنْ لَقِيَهُ وَهُوَ كَافِرٌ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ.

৪৩। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাফের অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা

وَالرَّجم حق على من زنا وَقد أحصن إِذا اعْترف أَو قَامَت عَلَيْهِ بَينته.

৪৪। বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা, যখন সে স্বীকারোক্তি দেয় অথবা তার বিরুদ্ধে (শরয়ী) প্রমাণ উপস্থিত হয়।

وَقد رجم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْأَئِمَّة الراشدون.

৪৫। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং রাশেদীন ইমামগণ[৩৭] (বিবাহিত ব্যভিচারীকে) রজম করেছেন।

ছাহাবীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণকারী হচ্ছে বিদ'আতী

وَمن انْتقصَ أحدا من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو أبغضه بِحَدَث كان مِنْهُ أَو ذكر مساوئه كَانَ مبتدعا حَتَّى يترحم عَلَيْهِم جَمِيعًا وَيكون قلبه لَهُم سليما.

৪৬। আর যে ব্যক্তি কোন একজন ছাহাবীকে ছোট মনে করবে অথবা তার সাথে কোন ঘটনার কারণে বিদ্বেষ পোষণ করবে অথবা তার থেকে কোন দোষত্রুটি বর্ণনায় লিপ্ত হবে, সে ব্যক্তি বিদ'আতী বলে গণ্য হবে যতক্ষণ না সে তাদের সবার জন্য আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ কামনা করবে এবং তার অন্তরকে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে রক্ষা করবে।

---

[৩৭] এটা দ্বারা খোলাফায়ে রাশেদীন উদ্দেশ্য।

মুনাফিকী হচ্ছে কুফুরী

والنفاق هُوَ الْكفْر أَن يكفر بِاللَّه ويعبد غَيره وَيظْهر الْإِسْلَام فِي الْعَلَانِيَة مثل الْمُنَافِقين الَّذين كَانُوا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (ثَلَاث من كن فِيهِ فَهُوَ مُنَافِق) على التَّغْلِيظ نرويها كَمَا جَاءَت وَلَا نقيسها.

৪৭। মুনাফিকী হচ্ছে কুফুরী। এর স্বরূপ হল: আল্লাহর সাথে কুফুরী করা হবে এবং অন্য কারো ইবাদত করা হবে কিন্তু ইসলামকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করা হবে, যেমন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ের মুনাফিকদের অবস্থা (তিনটি বিষয় যার মধ্যে রয়েছে সে মুনাফিক[৩৮]) আমরা কঠোরতা অবলম্বন করি এগুলো রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে ঠিক যেমনভাবে তা বর্ণিত হয়েছে, আর আমরা এক্ষেত্রে কোন কিয়াস করি না।

وَقَوله (لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا ضلالا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض) وَمثل (إِذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار) وَمثل (سباب الْمُسلم فسوق وقتاله كفر) وَمثل (من قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِر فقد بَاء بهَا أَحدهمَا) وَمثل (كفر بِاللَّه تبرؤ من نسب وَإِن دق) وَنَحْو هَذِه الْأَحَادِيث مِمَّا قد صَحَّ وَحفظ فَإنَّا نسلم لَهُ وَإِن لم نعلم تَفْسِيرهَا وَلَا نتكلم فِيهَا وَلَا نجادل فِيهَا وَلَا نفسر هَذِه الْأَحَادِيث إِلَّا مثل مَا جَاءَت لَا نردها إِلَّا بِأَحَق مِنْهَا.

৪৮। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার পরে পরস্পর হানাহানির মাধ্যমে তোমরা কাফের ও বিভ্রান্ত হয়ে যেও না[৩৯]। তিনি আরো বলেন: যদি দু'জন মুসলিম পরস্পরে হানাহানির উদ্দেশ্যে তাদের তলোয়ার নিয়ে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে তবে হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী[৪০]। তিনি আরো বলেছেন: কোন মুসলিমকে গালি দেয়া পাপ আর তাকে হত্যা করা কুফুরী[৪১]। তিনি আরো বলেন: কোন ব্যক্তি যখন

[৩৮] ছহীহ বুখারী হা/৩৩, মুসলিম হা/৫৯

[৩৯] ছহীহ বুখারী হা/১২১

[৪০] ছহীহ বুখারী হা/৩১, মুসলিম হা/২৮৮৮

[৪১] ছহীহ বুখারী হা/৪৮, মুসলিম হা/৬৪

তার ভাইকে বলে হে কাফের! তখন তা একজনের উপর অবশ্যই বর্তাবে[৪২]। তিনি আরো বলেন: অতি অল্পমাত্রায় হলেও স্বীয় বংশকে অস্বীকার করা আল্লাহর সাথে কুফুরী[৪৩]। এরকম আরো অন্যান্য হাদীছ যা ছহীহ বলে সাব্যস্ত হয়েছে এবং সংরক্ষিত হয়েছে আমরা এগুলোকে মেনে নিই যদিও তার ব্যাখ্যা আমাদের না জানা থাকুক, আমরা এব্যাপারে (নিজস্ব) আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকি। আমরা বর্ণনার বাইরে যেয়ে এই হাদীছগুলোর কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি না এবং এগুলোর চেয়ে উত্তম কোন কিছু ছাড়া এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করি না।
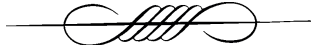
জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহর দু'টি মাখলূক (সৃষ্টি)

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ قَدْ خُلِقَتَا، كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ قَصْرًا. وَرَأَيْتُ الْكَوْثَرَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا...كَذَا، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ ... كَذَا وَكَذَا، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا، فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، وَلَا أَحْسَبُهُ يُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

৪৯। জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহর দু'টি মাখলূক (সৃষ্টি), যা ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

যেমনভাবে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে: জান্নাতে প্রবেশ করে আমি একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম[৪৪]।

হাওযে কাওছার দেখতে পেলাম[৪৫]। জান্নাতে ঝুঁকে দেখলাম অধিকাংশ অধিবাসীরা... এমন [৪৬]এভাবে জাহান্নামে ঝুঁকে দেখলাম অধিকাংশ অধিবাসীরা

[৪২] ছহীহ বুখারী হা/৬১০৪, মুসলিম হা/৬০

[৪৩] মুসনাদে আহমাদ, হা/৭০১৯।

[৪৪] ছহীহ বুখারী হা/৫২২৬, মুসলিম হা/২৩৯৪, মুসনাদে আহমাদ

[৪৫] ছহীহ বুখারী হা/৪৯৬৪, তিরমিযী হা/৩৩৫৯, মুসনাদে আহমাদ

[৪৬] ছহীহ বুখারী হা/৩২৪১, তিরমিযী হা/২৬০৩, মুসনাদে আহমাদ

... এমন এমন। যে ব্যক্তি ধারণা করবে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়নি, সে কুরআন ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো। আমি (আহমদ ইবন হাম্বল) মনে করি না যে, ঐ ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে ঈমান রাখে।

তাওহীদপন্থী আহলে কিবলার (কিবলার অনুসারী) কেউ মারা গেলে তার জানাযা পড়া হবে ও তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা হবে

وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ الِاسْتِغْفَارُ، وَلَا تُتْرَكُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ– صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا– أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

৫০। তাওহীদপন্থী আহলে কিবলার (কিবলার অনুসারী) কেউ মারা গেলে তার জানাযা পড়া হবে ও তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা হবে[৪৭]। তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা বন্ধ করা হবে না, বড় হোক বা ছোট হোক কোন পাপের কারণে তার জানাযার ছলাত পরিত্যাগ করা যাবে না, বরং ঐ ব্যক্তির পাপ সংক্রান্ত বিষয় আল্লাহর নিকটে ছেড়ে দিতে হবে।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবারের উপর।

---

[৪৭] কিবলাপন্থী যে কেহ মারা গেলে তার উপর জানাযা আদায় করা সুন্নাহ। ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণী যাদের কে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে, আত্মহত্যাকারী, অন্যান্য কিবলাপন্থী লোকজন, মদ্যপায়ী এবং তাদের মত লোকজন, যাদের উপর জানাযার ছলাত আদায় করা সুন্নাহ [শারহুস সুন্নাহ-আল্লামা বারবাহারী]।

صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই' তার জানাযা পড়। ইরওয়াউল গালীল-আল্লামা আলবানী।